ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ
(শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

অনুবাদ
কাজী আছিফুজ্জামান

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২২

প্রকাশনায় : স্বরবর্ণ

৩৭ নর্থ ব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা
E-mail : info.shoroborno@gmail.com
✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

পরিবেশক :
মাকতাবাতুল হাসান

অনলাইন পরিবেশক :
shoroborno onlineshop - rokomari.com - wafilife.com

মুদ্রণ : স্বরবর্ণ, ৭৯/বি, ফকিরাপুল, ঢাকা, ০১৪০৭০০৭১১১

মুদ্রিত মূল্য : ৯০/-

Palaben Na Chotoder Proshno Theke

By Dr. Abdullah Muhammad
Published by : Shoroborno

© সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।
প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক/সম্পূর্ণ প্রকাশ বা মুদ্রণ একেবারেই নিষিদ্ধ। পিডিএফ আকারেও এর কোনো অংশ কোথাও প্রকাশের অনুমতি নেই।

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

মূল	:	ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ (শিশুবিষয়ক গবেষক ও বিশেষজ্ঞ)
অনুবাদ	:	কাজী আছিফুজ্জামান
ভাষা সম্পাদনা	:	রেদওয়ান সামী
বানান সমন্বয়	:	মুনতাসির বিল্লাহ
পৃষ্ঠাসজ্জা ও প্রচ্ছদ	:	উজ্জ্বল আহমেদ
প্রকাশনায়	:	স্বরবর্ণ

জ্ঞান হলো একটি ভান্ডার,
প্রশ্ন হলো সেই ভান্ডারের চাবি।
সুতরাং তোমরা প্রশ্ন করো।

- আলি ইবনে আবু তালেব

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা.....০৭

ভূমিকা.....০৯

প্রথম অধ্যায়

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে.....১২

শিশুরা দিনে কতটি প্রশ্ন করে?.....১৪

কেন শিশুরা প্রশ্ন করে?.....১৬

শিশুর প্রশ্নে মা-বাবা কেমন আচরণ করবে?.....১৮

শিশুর প্রশ্নই তাকে সৃজনশীল করে তোলে!.....২০

তিনটি ধাপে আপনার শিশু জ্ঞানের জগতে পদার্পণ করবে.....২১

শিশুদের জটিল প্রশ্ন ও তার প্রকার.....২৩

কীভাবে মুক্তি পাবেন শিশুর প্রশ্ন থেকে?.....২৬

যথোপযুক্ত উত্তর কীভাবে দেবেন?.....২৯

সাহসী মা-বাবার জন্য বিশেষ বার্তা.....৩২

নবী-জীবন থেকে শিক্ষা.....৩৩

আয়েশা রা. কীভাবে হয়েছিলেন এত জ্ঞানের অধিকারিণী?.....৩৮

সন্তানদের জন্য অনুসরণীয় মা-বাবা হওয়া চাই.....৩৯

সন্তানের ভবিষ্যৎ যেন হয় পরিকল্পিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক.....৪০

এমন বিষয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকুন, যার উত্তর দিতে গিয়ে আপনি নিজেই বিপদে পড়ে যাবেন!.....৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশুদের জটিল প্রশ্ন ও তার উত্তরের ভুবনে আপনাকে স্বাগতম!.....৪৩

পরিশিষ্ট.....৬৪

অনুবাদকের কথা

আনন্দ-বেদনার অসংখ্য স্মৃতিতে পূর্ণ থাকে আমাদের শৈশব। কৈশোর, তারুণ্য ও যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যে এসেও আমরা আমাদের শৈশবের স্মৃতিচারণ করি। শৈশব যদি সমৃদ্ধ হয় তাহলে শৈশবের স্মৃতিও মধুর ও বৈচিত্রময় হয়। শৈশব সমৃদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মা-বাবা এবং অভিভাবকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তাদের সচেতনতায় আমরা সমৃদ্ধ একটি শৈশব পেতে পারি। পক্ষান্তরে তাদের পক্ষ থেকে অবহেলা, উদাসীনতা প্রকাশ পেলে আমাদের শৈশবের বিশেষ কোনো আবেদন থাকবে না। সুতরাং মা-বাবা ও অভিভাবকদের উচিত শিশুদের ব্যাপারে সচেতন হওয়া।

এটি শিশুদের প্রশ্ন ও উত্তরবিষয়ক একটি অনুবাদ বই। মূল আরবি বইটির নাম, *দালিলুল হায়রান ফিল ইজাবাতি আন তাসাউলাতিস সিগার*। বইটির লেখক মিশরের প্রখ্যাত শিশুবিষয়ক গবেষক ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ। শিশু বিষয়ে তার রচনার সংখ্যা প্রায় ৫০টি। মিশর-সহ সমগ্র আরবে তিনি সমাদৃত। সমগ্র আরবে তার লেখার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। শিশুদের বিষয়টি একটি সংবেদনশীল বিষয়। যে-কেউ এ বিষয়ে লিখতে পারেন না বা যে কারও লেখা এ বিষয়ে গ্রহণযোগ্যও হয় না। তাই আমরা এই বিষয়ে গবেষক ও সর্বজনমান্য ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছি। যেহেতু লেখক একজন আরবীয়, তাই তার লেখায় আরবের পরিবেশ ও আরবের শিশুদের চরিত্রই ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই আমরা বইটির হুবহু অনুবাদ না করে আমাদের দেশের পরিবেশ ও আমাদের দেশের শিশুদের চরিত্র ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছি। সাধারণত আমাদের দেশের শিশুরা যে ধরনের প্রশ্ন করে থাকে আমরা সেই প্রশ্নগুলো ও সেগুলোর উত্তরকে প্রাধান্য দিয়েছি।

এটি আমার অনূদিত প্রথম প্রকাশিত বই। এই বইটি উৎসর্গ করলাম আমার স্নেহের ভাগনি মারইয়াম, মাইমুনা এবং তাদের মতো ছোট্ট শিশুদের—যারা শৈশবেই মা-বাবার বিচ্ছেদের বিভীষিকায় শৈশবের আনন্দ হারিয়ে ফেলেছে।

আর কোনো দুঃখই যেন তাদের স্পর্শ না করে। আনন্দের বর্ণিল আকাশে তারা ডানা মেলুক সেই প্রত্যাশায়!

আমরা আমাদের সাধ্যানুযায়ী বইটি ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি, তারপরও ভুল থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। পাঠকের নিকট বিনীত নিবেদন থাকবে, কোনো ভুল আপনাদের দৃষ্টিগোচর হলে তা আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। পরবর্তী সংস্করণে আমরা তা সংশোধন করে দেবো। ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ তাআলার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন এর উপকারকে ব্যাপক করে দেন এবং এর মাধ্যমে পরকালে আমার আমলনামা সমৃদ্ধ করে দেন। আমিন!

বিনীত
অনুবাদক
২০.০১.২০২২ খ্রি.

ভূমিকা

ছোটরা যখন আমাদেরকে জটিল কোনো প্রশ্ন করে, তখন আমরা নানান উপায়ে তাদের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। যেমন : ছোটদের বকা দিয়ে বলি, চুপ করো, এত বেশি কথা বলো কেন? এটা কী, সেটা কী, বলতে বলতে মাথাটাই একেবারে খেয়ে ফেলেছ।

অথবা বলি, যখন বড় হবে তখন জানতে পারবে।

বা অন্য কারও কাছে পাঠিয়ে দিই। যেমন বলি, তোমার বাবাকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করো।

কখনো কখনো প্রচণ্ডরকম বিরক্ত হয়ে বলে দিই, জানি না।

অথবা মনগড়া একটা উত্তর দিয়ে বলি, এজন্য এমন হয়।

কখনো-বা শিশুর মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি। তাকে বলি, আমার জন্য এক গ্লাস পানি আনো তো! বা তাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমাকে যে কাজটা করতে বলেছিলাম তুমি কি সেটা করেছ?

শিশুর সঙ্গে এমন আচরণ করলে শিশু একপর্যায়ে প্রশ্ন করার সাহস হারিয়ে ফেলে। সে মনে করে, নীরবতাই বুঝি শ্রেয়। এতে হয়তো সাময়িক সময়ের জন্য আমরা একটু প্রশান্তি লাভ করি, কিন্তু এতে তাদের যে ক্ষতি আমরা করি তা অপূরণীয়। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে আলোকপাত করছি।

- শিশুর জানার আগ্রহ নষ্ট হয়ে যাবে। তাকে মূর্খতা পেয়ে বসবে। এতেই সে সন্তুষ্ট থাকবে। শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন থেকে সে পালিয়ে বেড়াবে।
- আমাদের থেকে কোনো কিছু শেখার ইচ্ছাই সে আর করবে না।
- মা-বাবা ছাড়া অন্য কাউকে তার প্রশ্নের জন্য নির্বাচন করবে।
- আমাদের প্রতি ছোটদের আস্থা নষ্ট হয়ে যাবে।
- ছোটরা আমাদের কাছে প্রশ্ন করতে ভয় পাবে।

সুতরাং এখন আমাদের জানা উচিত,

ছোটরা কেন আমাদের কাছে প্রশ্ন করে?

ছোটদের জটিল ও বিরক্তিকর প্রশ্নের উত্তর দিলে কি তাদের উপকার হবে, না ক্ষতি হবে?

ছোটদের জটিল প্রশ্নের উত্তরে আমাদের কী পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত?

ছোটদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কি বিশেষ কোনো পন্থা আছে, যা আমরা অনুসরণ করতে পারি?

ছোটদের ভেতর সৃজনশীল প্রশ্ন করার যোগ্যতা তৈরি হবে কীভাবে?

এই বইয়ে আমরা ছোটদের নানান প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এই বই পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন, শিশুরা কেন প্রশ্ন করে, শিশুদের প্রশ্নের ধরন কেমন, শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ক্ষেত্রে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী পন্থা অবলম্বন করতেন, শিশুদের প্রশ্নের মধ্যে কী বিরাট জ্ঞানভান্ডার লুকিয়ে রয়েছে, শিশুদের সঙ্গে কেমন আচরণ করা উচিত, শিশুদের প্রশ্নের উত্তর না দিলে সন্তান ও মা-বাবার সম্পর্কের মধ্যে কী বিরূপ প্রভাব পড়ে, যথোপযুক্ত উত্তর দেওয়া যায় কীভাবে। আমরা আশা করছি বইটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলে আপনি বলবেন, আজ থেকে আমি আর পালাব না ছোটদের প্রশ্ন থেকে।

বইটিতে দুটি অধ্যায় রয়েছে। একটি অধ্যায়ে ছোটদের প্রশ্ন করার কারণ, তাদের প্রশ্নের ধরন এবং ছোটরা প্রশ্ন করলে আমাদের করণীয় বিষয় আলোচিত হয়েছে। অপর অধ্যায়ে ৫০টি প্রশ্ন ও সেগুলোর উত্তর রয়েছে। প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করতে আমরা দীর্ঘ দুই বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি। অভিভাবকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেছি। অভিভাবকদের বলেছি, শিশুরা যে জটিল প্রশ্নগুলো করে সেগুলো লিখে আমাদের কাছে পাঠাতে। এভাবে আমাদের কাছে ২০০টি প্রশ্ন জমা হওয়ার পর সেখান থেকে নির্বাচিত প্রশ্নগুলোই এখানে উল্লেখ করেছি।

পরিশেষে এই প্রত্যাশা করি, যেন গবেষকগণ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে গবেষণায় রত হন এবং এই বইটিকে কেন্দ্র করে তারা একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন এবং এর উপকারকে ব্যাপক করে দেন। আমিন।

ড. আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ

সোমবার, ২১ সফর ১৪৩৮ হিজরি
২১ নভেম্বর ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

ছোটরা কেন প্রশ্ন করে,
তাদের প্রশ্ন কেমন হয়,
তাদের প্রশ্নে আমাদের করণীয় কী

পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে

শিশুরা আমাদের যখন জটিল কোনো প্রশ্ন করে তখন আমরা একধরনের সংকটে পড়ে যাই। যেকোনো উপায়ে এমন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করি। শিশুর প্রশ্নের বিষয় এড়িয়ে অন্য কোনো কথা বলে তার থেকে পালিয়ে যেতে চাই। ভেবে দেখুন তো, যদি তখন আপনার সন্তান আপনাকে জিজ্ঞাসা করে বসে, আপনি কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দেন না? তখন আপনি কী বলবেন? যদি শিশুদের প্রশ্নের উত্তর না দিই তাহলে অধিকাংশ শিশুই বুঝে ফেলে যে, আমরা তাদের এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু তারা এটা প্রকাশ করে না। আমরা তাদের বোকা মনে করি, আমরা ভাবি যে, একটা কিছু বলে তাদের থেকে বেঁচে গেলাম। কিন্তু বাস্তবে তারা ততটা বোকা নয়। তারা খুব ভালোভাবেই আমাদের কৌশল বুঝে ফেলে। তখন তাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আমরা তাদের প্রশ্ন থেকে পালাচ্ছি।

সুতরাং সময় থাকতেই আমরা আপনাকে বলতে চাই, **পালাবেন না ছোটদের প্রশ্ন থেকে**।

আপনি কি প্রশ্নটি জটিল হওয়ার কারণে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন না? আপনি কি মনে করেন যে, এসব প্রশ্নে উত্তর দিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে নেই? আপনি কি মনে করেন যে, এসব নিয়ে ভাবলে শুধু শুধু মাথাটা গরম হবে? আপনি কি মনে করেন, এটা প্রশ্ন করার সময় না? আপনি কি আসলেই প্রশ্নের উত্তরটি জানেন না? আপনি কি মনে করেন ছোটদের সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে কি কথা বলা যায়? এটা তো বড়দের বিষয়! আপনি কি মনে করেন যে, শিশুরা অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে? আপনি কি মনে করেন শিশুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মানে সময় নষ্ট করা? আপনি কি মনে করেন, শিশুর প্রশ্নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পড়ে রয়েছে, সুতরাং তার প্রশ্ন নিয়ে পড়ে থাকার কোনো অর্থ নেই? আপনি কি মনে করেন শিশুর মা-ই শিশুর সব প্রশ্নের উত্তর দেবে? আপনি কি মনে করেন, শিশুকে এগুলো শেখানোর দায়িত্ব শুধু শিক্ষকের? আপনি যদি

শিশুর মতো হতেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর মা-বাবার কাছে না পেতেন, তাহলে আপনার কেমন লাগত? আপনি কি মনে করেন যে, আপনার শিশু অনেক বেশি কথা বলে, তাই তার কথার উত্তর না দিলে সে কম কথা বলবে?

ঠিক কী কারণে আপনি ছোটদের প্রশ্ন এড়িয়ে যান তা এখানে লিখে রাখতে পারেন!

সামনে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করব। আশা করি এ আলোচনা পাঠের পর আপনার চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসবে, শিশুদের প্রতি আপনার মধ্যে এক নতুন মমত্ববোধ জন্ম নেবে। ফলে শিশুদের প্রশ্নে আপনি বিরক্ত বোধ করবেন না, তাদের প্রশ্ন থেকে আপনি আর পালিয়ে বেড়াবেন না।

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

৫. .....

৬. .....

৭. .....

৮. .....

৯. .....

১০. .....

শিশুরা দিনে কতটি প্রশ্ন করে?

শিশুরা যখন খুব বেশি কথা বলে এবং একের পর এক প্রশ্ন করতে থাকে তখন আমরা বিরক্ত হই, বকা দিই। তাকে বলি, তুমি যেন একটা এফএম রেডিয়ো। অনবরত সারা দিন রেডিয়োর মতো কথা বলতেই থাকো! থামার নাম নেই।

স্বাভাবিকভাবে একটি শিশু দিনে কতটি প্রশ্ন করে?

শিশুদের বয়স তিন বছর হলে তারা পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। আশপাশের দৃশ্য সম্পর্কে তাদের মনে নানানরকম প্রশ্ন দেখা দেয়। তারা বিভিন্নভাবে এসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়। এটা এমন কেন? এটা কী? ওটার নাম কী? এটা লম্বা কেন? ওটা গোল কেন? ইত্যাদি।

এই বয়সের শিশুদের অধিকাংশ প্রশ্ন হয় 'কেন' শব্দ দিয়ে। এমনকি এই বয়সের শিশুরা একা একাও অনেক কথা বলে। খেলনার সঙ্গেও কথা বলে। শিশুবিষয়ক গবেষকগণ শিশুদের এই বয়সকে 'প্রশ্নকালীন বয়স' বলে অভিহিত করেছেন। এই বয়সের শিশুরা একপ্রকার চলমান প্রশ্নের মতো হয়ে থাকে। তারা অনবরত প্রশ্ন করতেই থাকে। তারা বলে, এটা কী? আপনি যদি বলেন এটা আপেল, তাহলে সে প্রশ্ন করবে এটা আপেল কেন? এভাবেই এক-দেড় বছর কেটে যায়। এরপর শিশুর বয়স যখন চার বা পাঁচ হয় তখন স্বাভাবিক পরিবেশে যে প্রশ্নগুলো সে করে থাকে তার অধিকাংশই হয় একেবারে সাধারণ। যেমন : এটা কী? পাখি ওড়ে কেন? আমরা জামা পরি কেন? আমরা কোথায় যাচ্ছি? ইঁদুর কী খায়? ইত্যাদি।

শিশুর বয়স যখন তিন থেকে ছয় বছরের মাঝামাঝি থাকে তখন শিশুদের অধিকাংশ প্রশ্ন হয়, এমন হয় না কেন, যদি এমন হতো তাহলে কী হতো, কখন হবে, কীভাবে হবে ইত্যাদি।

তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত শিশুরা যে প্রশ্নগুলো করে সেগুলোই হয়ে থাকে

শিশুর কথা শেখার এক-চতুর্থাংশ। সুতরাং এই সময় শিশুরা যে প্রশ্নগুলো করে, গুরুত্বের সঙ্গে সেগুলোর উত্তর দেওয়া উচিত। তবে লক্ষ রাখতে হবে, উত্তরগুলো যেন তাড়াহুড়া করে না দেওয়া হয়; বরং এ সময় ধীরস্থিরতার পরিচয় দিতে হবে। শিশুরা যখন প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়, তখন তাদের প্রশ্ন করার পরিমাণ তুলনামূলক কমে যায়। কারণ তখন তাদের মধ্যে বুঝতে পারার শক্তি তৈরি হওয়া শুরু হয়ে যায়। তারা সেই প্রশ্নগুলোই আবার করতে থাকে যেগুলো তারা আরেকটু ছোট থাকতে করেছিল। কারণ এখন তারা বিষয়গুলো একটু গভীরভাবে বুঝতে চায়। নতুন কিছু জানতে চায়। শিশুরা তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত যে কথাগুলো বলে তার এক-চতুর্থাংশই প্রশ্ন হয়ে থাকে। হিসাব করলে দেখা যায় এই সময় শিশুরা স্বাভাবিকভাবে দিনে গড়ে প্রায় ৪০০টি প্রশ্ন করে।

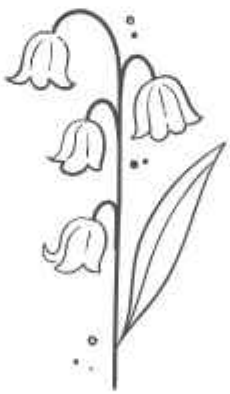

কেন শিশুরা প্রশ্ন করে?

শিশুরা কয়েকটি কারণে প্রশ্ন করে :

- নতুন কোনো জিনিস দেখে সেটা সম্পর্কে জানার জন্য প্রশ্ন করে।
- কোনো বিষয় না বোঝার কারণে প্রশ্ন করে।
- কোনো জিনিসের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসার কারণে প্রশ্ন করে।
- কোনো কারণে ভীত বা শঙ্কিত হলে প্রশ্ন করে।

উল্লিখিত কারণ সম্পর্কে এখন আমরা একটু বিশদভাবে জানব।

প্রথম : এটা আমরা সবাই জানি যে, একটি শিশু যখন জন্মগ্রহণ করে তখন সে কিছুই জানে না। কুরআনেও আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

তোমরা যখন পৃথিবীতে আসো তখন তোমরা কিছুই জানো না। [সুরা নাহল, ৭৮] ফলে সে নতুন কিছু দেখলে সেটা সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। তাই সে প্রশ্ন করে, এটা কী? ওটা কী? জানার আগ্রহ তাকে আল্লাহই দান করেছেন। সুতরাং শিশুদের এমন প্রশ্নে বিরক্ত হওয়া উচিত নয়। বরং তাদের প্রশ্নকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। তাহলে শিশুর মধ্যে জানার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

দ্বিতীয় : অনেক জিনিস আছে যেগুলো শিশুরা চেনে। যেমন : বিড়াল-কুকুর ইত্যাদি। এসব প্রাণী আমাদের চারপাশেই থাকে। শিশুরা এগুলোর নাম জানার পর তার ভেতর নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়। তারা জানতে চায়, বিড়াল-কুকুরও কি আমাদের মতো কান্না করে? এ সম্পর্কে সে বিস্তারিত জানতে চায়। শিশুর বয়স যখন তিন-চার বছর হয়, সে তখন এ ধরনের প্রশ্ন করে। এ ক্ষেত্রে শিশুদের প্রশ্নকে গুরুত্ব দিলে তাদের মেধা বিকাশে সহায়ক হয়। তাই শিশুর প্রশ্ন করার ধরন ও কারণ অনুধাবন করা উচিত।

তৃতীয় : এ ক্ষেত্রে শিশুরা অন্যের ওপর নিজেকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য প্রশ্ন